যুগান্তর

তারিখ ... 16 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫

চরাঞ্চলের স্কুলগুলোতে সরকারি অর্থ ব্যয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি

মির্জা হুমায়ুন কবীর, *মাদারগঞ্জ (জামালপুর) থেকে*

মাদারগঞ্জে প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি কমিটির সভাপতি নিজেদের ইচ্ছেমতো স্কুল উন্নয়নের টাকা ব্যয় করেন

জামালপুরের মাদারগঞ্জের চরাঞ্চলের স্কুলগুলোতে স্লিপের টাকাসহ অন্যান্য সরকারি বরাদ্দের টাকা সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে না। টাকা ব্যয়ের সরকারি নীতিমালার তোয়াক্কা না করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসএমসি কমিটির সভাপতি নিজেদের ইচ্ছেমতো স্কুল উন্নয়নের টাকা ব্যয় করেন। এ কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব বরাদ্দের টাকা আত্মসাতের ঘটনা ঘটছে। এনজিও বেইসের সহযোগিতায় সাংবাদিক, রিফ্লেকট গ্রুপের সদস্য, স্থানীয় শিক্ষানুরাগী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও গ্রামের দরিদ্র মানুষের সমন্বয়ে গঠিত কমিউনিটি অডিট টিমের সদস্যরা বালিজুড়ি ইউনিয়নের ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সরেজমিন গিয়ে জানা যায়, বনচিথলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্লান (স্লিপ) জন্য ৩০ হাজার টাকা এবং স্কুল মেরামতের জন্য ১ লাখ টাকা বরাদ্দ পায়। নীতিমালা অনুযায়ী স্লিপের মালামাল কেনার জন্য ক্রয় কমিটি করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। কমিটির সদস্য শাহিনা বেগম ও ফরিদা বেগম জানান, আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে প্রধান শিক্ষিকা একক ইচ্ছায় স্লিপের টাকা ব্যয় করেছেন। কমিটির অপর সদস্য ও সহকারী শিক্ষিকা তাহমিনা বেগম জানান, প্রধান শিক্ষিকা স্লিপের টাকা স্কুলের কাজেই ব্যয় করেন; তবে তিনি এ ব্যাপারে কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করেন না। স্লিপের ক্রয় কমিটি না করার ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে প্রধান শিক্ষিকা ফরিদা আক্তার জানান, কোনো স্কুলেই স্লিপের ক্রয় কমিটি করা হয় না তাই আমিও করিনি। স্কুল মেরামতের ১ লাখ টাকার ব্যাপারে তিনি জানান, ওই টাকা থেকে ৭ হাজার টাকা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ধার নিয়েছেন। বাকি টাকা দিয়ে স্কুল মেরামতের কাজ করেছেন তার স্বামী বজলুর রশীদ বাবুল। তবে সভাপতি সফিকুল ইসলাম টাকা ধারের বিষয় অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, স্কুল মেরামতে মাত্র ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

নিয়মানুযায়ী মেরামত কাজ সম্পন্ন করে বিল-ভাউচার জমা দিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে বরাদ্দের টাকা তুলতে হয়; কিন্তু বনচিথলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভুয়া বিল-ভাউচার জমা দিয়ে কাজ করার আগেই টাকা উত্তোলন করা হয়। এছাড়া চরনাদাগাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্লিপের টাকার খরচের কোনো কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। একই অবস্থা চরনাংলা ও বারইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও। এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম বলেন, স্লিপ কমিটির দায়িত্ব টাকা খরচ করার। এতে কোনো অনিয়ম হয়ে থাকলে তা খতিয়ে দেখা হবে।